তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬০

**রাজশাহী বিভাগে করোনাকালিন সরকারি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

রাজশাহী বিভাগে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

নওগাঁ জেলায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২২ হাজার ৮৭৯ পরিবারকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এর মধ্যে ১৫ হাজার ২৫০ পরিবারের মাঝে ৩০৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ৩৫ হাজার পরিবারকে নগদ ২ কোটি ২১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭০১ পরিবারের মাঝে ৬ কোটি ৯১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকা কেজি দরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৯২৮ পরিবারের মাঝে ১৭ হাজার ৭৯৪ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, করোনায় গবাদি পশুকে বাঁচিয়ে রাখতে এ জেলায় ৭ লাখ টাকা গো-খাদ্য এবং ৪ লাখ টাকা শিশু খাদ্য হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে ।

রাজশাহী জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৫০ হাজার ৩০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে । ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৯০ পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ১০ লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে । ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৪ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩১ লাখ ৪২ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ২৭ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

নাটোর জেলায় করোনার মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১ লাখ ২৩ হাজার ৬০০ জনের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪০০ টাকা দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ৩৩৩ নম্বরে কল গ্রহণ করে ১৬ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে।

বগুড়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৪০ হাজার ২০০ পরিবারের মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫০ টাকার ২ লাখ ১৮ হাজার ৫২১ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া গো খাদ্য হিসেবে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ হবে।

পাবনা জেলায় আজ জিআর (ক্যাশ) খাতে ২৯ লাখ ৫ হাজার টাকা ৫ হাজার ৮১০ পরিবারের মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে ১ কোটি ৭ লাখ ৯২ হাজার ২৫০ টাকা ২৩ হাজার ৮৮৩ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলায় জিআর (ক্যাশ) খাতে ৭৮ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ১৫ হাজার ৯০০ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে, যাতে উপকারভোগী ৬৩ হাজার ৬০০ জন।

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

#

মারুফ/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৯

**প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন প্রকল্প দেশে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটাতে পারে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

প্রাণিসম্পদ খাতে সরকারের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন দেশে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটাতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সভা কক্ষে অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। বর্তমানের চেয়ে সমৃদ্ধ কাজ করতে পারলে আমরা এ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো। আর এর সুফল দেশের জনগণ পাবে।”

মন্ত্রী বলেন, “পৃথিবী এখন বিশ্ব গ্রামে পরিণত হয়েছে। এসময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আমাদের সাথে রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে এফএও’র বিশেষজ্ঞদের মতামত, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও যোগ্যতা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রকল্পের শুরুতে আমদের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা অর্জনে কোনভাবই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মসৃণ, কার্যকর ও লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী হতে হবে। আমাদের শিক্ষাগত ও কারিগরি সক্ষমতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ জনবল রয়েছে। প্রকল্পে কী লক্ষ্য ছিল, এ পর্যন্ত কী অর্জন হয়েছে আর কীভাবে লক্ষ্য পরিপূর্ণ করা সম্ভব হবে-এ তিনটি বিষয়ে সচেতন ও যত্নবান হলে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ সকরতে হবে। তাহলে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের যুগান্তকারী উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক ও মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ প্রাণিসসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার, ডাঃ আইনুল হক ও ডাঃ হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক, বাংলাদেশ প্রাণিসসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম, উপপ্রকল্প পরিচালবৃন্দ, এফএও’র অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৮

**স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি রাষ্ট্রীয় মদদে আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করে**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি রাষ্ট্রীয় মদদে স্বাধীনতার পুরস্কারপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা,  প্রখ্যাত  শ্রমিক নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য  শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারকে  হত্যা করে।

শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের শাহাদাতবার্ষিকী  উপলক্ষে ভার্চুয়ালি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আগামীকাল ৭  মে  শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের ১৭তম শাহাদাতবার্ষিকী। ২০০৪ সালের ৭ মে   নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়।

আ ক ম মোজাম্মেল হক  বলেন,  আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যার বিচারের রায় এখনো কার্যকর হয়নি। তিনি অবিলম্বে  রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

তিনি বলেন, শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার  গাজীপুর সদর - টঙ্গী  আসন হতে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে দুবার সংসদ সদস্য, ১৯৯০ সালে গাজীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে দু-দফা পূবাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য। তিনি জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর চেয়ারম্যান। শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বিলোপের পর চেয়ারম্যান সমিতির আহবায়ক হিসেবে উপজেলা পরিষদের পক্ষে মামলা করেন ও দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে তিনি গ্রেফতার হন ও কারা ভোগ করেন।

মন্ত্রী  প্রয়াত আহসান উল্লাহ মাস্টারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার প্রতি গভীর  শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আহসান উল্লাহ মাস্টার স্মৃতি পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট আবদুল বাতেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ  প্রধান অতিথি হিসিবে অংশ বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ, প্রবীণ সাংবাদিক নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া , বাসসের বাংলা বিভাগের প্রধান রুহুল গণি জ্যোতি , সাংবাদিক  খান  মোহাম্মদ সালেক, গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজের  সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম.এ বারীসহ  বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃবৃন্দ।

সভায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন  আহসান উল্লাহ মাস্টার স্মৃতি পরিষদের  সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।

#

মারুফ/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৭

**ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে ডিজিটাল যুগের মহাসড়ক**

**-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে ডিজিটাল যুগের মহাসড়ক। তার মতে ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রগতির লাইফ লাইন। এরই ধারাবাহিকতায় টেলিযোগাযোগখাত হচ্ছে ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের মুখ্য বিষয়। তিনি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের টেলিযোগাযোগখাত সংশ্লিষ্টদের আরও যত্মশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, উন্নত গ্রাহক সেবার বিষয়টি এখনো পর্যাপ্ত নয়। মোবাইল ফোন অপারেটর সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে আরও তৎপর হতে হবে।

মন্ত্রী আজ জিএসএমএ এর বাংলাদেশ মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ট্যাক্স স্টাডি এর উদ্বোধন উপলক্ষে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ জাতির একটি স্বপ্ন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রাথমিক কাজ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু করে ছিলেন। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সাল থেকে গত ১২ বছরে বাংলাদেশ অভাবনীয় সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি পৃথিবীতে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূণ সময় অতিক্রম করছে উল্লেখ করে কম্পিউটার বিকাশের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল সার্ভিস প্রোভাইডার এবং টেলকোসমূহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণশক্তি। তিনি বলেন, আমরা এখন ডিজিটাল যুগে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। কোভিডকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তির আধুনিক ভার্সন ফাইভজি ২০১৮ সালে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে উল্লেখ করে কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রবর্তক জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, ফাইভজি হচ্ছে চতুর্থ শিল্প যুগের প্রযুক্তি। ২০২১ সালের মধ্যে ফাইভ জি সেবা চালু করার সকল প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করেছি।

মন্ত্রী বলেন, আগামী দিন হচ্ছে ডাটার যুগ। ভয়েজ সার্ভিসের তুলনায় ডাটা সার্ভিসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। তিনি ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে বলেন, ২০০৮ সালে এক এমবিপিএস ইন্টারনেটের দাম ছিলো ২৭ হাজার টাকা তা ২৮৫ টাকায় আমরা কমিয়ে এনেছি।

জিএসএমএ টিমের জুলিয়ান গোরম্যানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান মো: সিরাজুল ইসলাম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেন,বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য প্রদ্যুত কুমার সরকার, জিএসএমএ টিম কর্মকর্তা জেনস বেকার এবং অ্যামটবের সেক্রেটারি জেনালেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এসএম ফরহাদ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৬

**খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার  বিষয়ে অভিমত যথাশিগগির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে**

**-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার  আবেদনের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের অভিমত যথাশিগগির  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

আজ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তাঁর গুলশান আবাসিক অফিসে  সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ফাইলটি বিকেলে তাঁর কাছে এসেছে।  সেটা পড়ে দেখে অভিমত দিবেন। আজকে তা দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে যথাশিগগিরই অভিমত  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন,   এর আগে খালেদা জিয়ার দণ্ডাদেশ স্থগিত করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায়। ৪০১ ধারা কাজ কিন্তু সম্পন্ন হয়ে গেছে। তারপর আবার এটাকে ওপেন করার সুযোগ আছে কি-না সেটা দেখা হবে। সেটা দেখে  অভিমত দেওয়া হবে।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৫

**আম চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ ও বিনামূল্যে উন্নতজাতের চারা দেয়া হবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

আমচাষি ও উদ্যোক্তারদেরকে মাত্র ৪% সুদে বিশেষ ঋণ ও আম বাগান স্থাপনের জন্য বিনামূল্যে উন্নতজাতের চারা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকার আমের উৎপাদন বাড়াতে নিরলস কাজ করছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো উন্নতজাতের আম ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ফলে আমের বাণিজ্যিক উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সরকার আমের রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ আম উৎপাদন এলাকায় ৪টি ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে আমের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি সহজতর হবে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে

মন্ত্রী আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে ‘আম চাষি ও ব্যবসায়ীদের’ সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

সভায় আমচাষি ও উদ্যোক্তারা আম চাষ ও রপ্তানির বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। আমের সংরক্ষণ সমস্যা, ভাল ফুড ব্যাগ ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণের ব্যবস্থার জন্য দাবি জানান। তিনি বলেন, যেসব বাগানে আমের ফলন কম, সেসব পুরাতন বাগান কেটে  নতুন বাগান স্থাপন করতে চাইলে বিনামূল্যে উন্নতজাতের চারা দেয়া হবে।

পরে মন্ত্রী কৃষকের মাঝে উচ্চফলনশীল বারি আম-৪ ও বারি আম-১১ (বারোমাসি) জাতের আমের চারা বিতরণ করেন।

বারির মহাপরিচালক ড. মো:  নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে  স্থানীয় সংসদ সদস্য সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, সংসদ সদস্য ফেরদৌসী ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, এডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, সাবেক ডিজি হামিদুর রহমান, ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো: মঞ্জুরুল হাফিজ, পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকিব, কৃষিবিদ বদিউজ্জামান বাদশা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পিএসও হরিদাস চন্ত্র মোহন্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৪

**বরিশাল বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ বরিশাল জেলায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে নগরীর শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে ১ হাজার ৫০০ জন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া দরিদ্র, দুস্থ, ভাসমান এবং অসচ্ছল মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঈদ উপহারসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উপহারসামগ্রী হিসেবে চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণ, চিনি ও সেমাই বিতরণ করা হয়েছে। বরিশাল জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দিন হায়দার এর সভাপতিত্বে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক প্রধান অতিথি থেকে এসব উপহারসামগ্রী বিতরণ করেন।

পটুয়াখালী জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবেলা এ পর্যন্ত নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৩৩৩টি পরিবারের ১ লাখ ৬৬ হাজার জনের মাঝে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি পরিবারের ১২ লাখ ৬০ হাজার ৫৪৮ জনের মাঝে ১৪ কোটি ১৮ লাখ ১১ হাজার ৬৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৩৫টি পরিবারের ১৭৫ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বরগুনা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলা এ পর্যন্ত নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯১৬টি পরিবারের ১ লাখ ১১ হাজার ৬৬৪ জনের মাঝে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার ১২২টি পরিবার বা ৫ লাখ ২০ হাজার ৪৮৮ জানের মাঝে ৫ কোটি ৮৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৭টি পরিবার বা ২৮ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঝালকাঠি জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবেলা এ পর্যন্ত নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৫ হাজার ১০৪টি পরিবারের ২৩ হাজার ৯৯০ জনের মাঝে ২৩ লাখ ২ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৫ হাজার ২৯১ টি পরিবারের ২৬ হাজার ৪১৮ জনের মাঝে ২৩ লাখ ৯০ হাজার ৯৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৪২টি পরিবারের ১৭৯ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ৪ হাজার ২০০টি পরিবারের ১৬ হাজার ৮০০ জনের মাঝে ১৭ লাখ ৩১ হাজার টাকা ত্রাণকার্য (নগদ অর্থ) বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২ হজার ৪৩৮টি পরিবারের ৯ হাজার ৭৫২ জনের মাঝে ১০ লাখ ৯৭ হাজার ১০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ২০ টি পরিবার বা ৮০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৩

**রংপুর  বিভাগে কর্মহীন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের  মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজ রংপুর  বিভাগের জেলাগুলোতে  করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ অব্যাহত  রয়েছে।

লালমনিরহাট জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ এর আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আজ লালমনিরহাটের শেখ কামাল স্টেডিয়াম মাঠে ৩০০ জন অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু, সেমাই এবং চিনি বিতরণ করা হয়েছে।

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় ২৭৭৫টি পরিবারকে ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং আটোয়ারী উপজেলায় ১১১০টি পরিবারকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় সদর উপজেলায়  ৬৬৭৯টি পরিবারকে নগদ ১ কোটি ৭৩ লাখ ১১ হাজার ৯৫০ টাকা  এবং আটোয়ারী উপজেলায় ২১৩৫টি পরিবারকে ৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন জেলার ২৩৭০টি গরিব-দুস্থ-অসহায় পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে  নগদ ৪৮৪ টাকা করে দিয়েছে। এ ছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১২,৪৮২টি পরিবারকে নগদ ৪৫০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

নীলফামারী জেলার সদর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও সৈয়দপুর উপজেলার ১১০৩টি পরিবারকে ৫ লাখ ৫১ হাজার ৫০০ টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট  উপজেলা প্রশাসন।

কুড়িগ্রাম পৌরসভা, সদর উপজেলা, চিলমারী উপজেলা ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলার প্রতিটিতে ১০২১টি পরিবারকে ৪৫০ টাকা করে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার প্রদান করেছে।

দিনাজপুরের বিভিন্ন উপজেলায়  প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে করোনায়  ক্ষতিগ্রস্ত ৭০০০ গরিব-দুস্থ-অসহায় মানুষকে মোট ৩৪ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন।

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন শহরের শহীদ মোহাম্মদ আলী স্টেডিয়ামে জাতীয় হেল্প লাইন ৩৩৩ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নামের তালিকা হতে ৫০ টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে ত্রাণ সহায়তা  দিয়েছে।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫২

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬৪,৪৯২ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৩,২২,৪৬০ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৬৫ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৫ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫৩৯টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে অদ্যবধি ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৫০ টাকা ৩৩,০৭৯ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ০৭ হাজার ৮০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১,৪৩,৬৬৩ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৬,৬৪,৮৯৫ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১,০৮৯টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৮ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৮ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর(ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যবধি ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২৫,০০০ পরিবার ও ৮৬,৯১০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২৪,৪০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ০৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৮,২৮৮টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ৯৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৫০ টাকা ১৭,১৫১ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৬টি পরিবার।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ১৪,৫২০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার মধ্যে এ যাবৎ ৩১,৮০৯টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

পাতা-২

লক্ষ্মীপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে অদ্যবধি ৩০,৫০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ০৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৩ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২৭,০০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার মধ্যে অদ্যাবধি ২৩,৩৩০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ১ কোটি ০৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৬০টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ৭,০৬০ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩৬,৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবার। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১০০টি পরিবার।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ১১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭০০ টাকা মোট ৫২,৮০৬টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে অদ্যাবধি বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৪২ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৭ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৭০০ পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ৪৭,৬০০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১,০১,২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৫২ লক্ষ ১২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ৮৯,১৭৮টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩৩টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫১

**ময়মনসিংহ বিভাগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

ময়মনসিংহ বিভাগে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবিক কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে  এ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৩৪১টি পরিবারের ২১ হাজার ৭০৫ জন মানুষ।  এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩৯ কোটি ২ লক্ষ টাকার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ৩৯ হাজার ৯১১টি পরিবারের ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫৫৫ জন মানুষের জন্য এ অর্থ বিতরণ করা হয়।

জামালপুর জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে  এ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৯৪৪টি পরিবারের ২৭ হাজার ৭৭৬ জন মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ১৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৮হাজার টাকার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে  ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ১ হাজার ৫০০টি পরিবারের ৬ হাজার মানুষের জন্য এ অর্থ বিতরণ করা হয়।

নেত্রকোণা জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ২ লক্ষ টাকার মধ্যে  এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২২ হাজার ৫০টি পরিবারের ১ লক্ষ ১০ হাজার  ২৫৯ জন মানুষ।  এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। ১৬ হাজার ৪০০টি পরিবারের ৮২ হাজার মানুষের মাঝে এ অর্থ বিতরণ করা হয়।

শেরপুর জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে  এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ১ হাজারটি পরিবারের ৫ হাজার মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৮২ লাখ টাক বিতরণ প্রক্রিয়াধীন।

#

মাহমুদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউর/২০২১/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫০

**করোনা ভাইরাস মহামারি হতে পরিত্রাণ পেতে আগামীকাল**

**পবিত্র জুমাতুল বিদা নামাজ শেষে সারা দেশে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে কোভিড -১৯  করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মহামারি  আকার ধারণ করেছে। করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব হতে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সকল মানুষের সুরক্ষা, অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য লাভ, মহামারি পরিস্থিতির দ্রুত  উন্নতি এবং দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ কামনা করে  আগামীকাল ২৪ রমজান পবিত্র জুমাতুল বিদা নামাজ শেষে দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হবে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দেশের সকল মসজিদের সন্মানিত খতিব, ইমাম, মুসুল্লিগণ  ও মসজিদ কমিটিকে  ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

একই  উপলক্ষ্যে দেশের অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিজ নিজ ধর্ম মতে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

আনোয়ার/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৯

**শেখ হাসিনার নির্দেশে এখন জনগণের পাশে থাকাই আওয়ামী লীগের রাজনীতি**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

'অন্য কোনো রাজনীতি নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এখন জনগণের পাশে থাকাই আওয়ামী লীগের রাজনীতি' বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিরপুরে মাজার রোডের টালি কমিউনিটি সেন্টারে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের দারুস সালাম থানার আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, মহামারিতে জনগণের পাশে থাকা এবং জনগণকে সহায়তা করাই এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতি এবং দেশব্যাপী দলের নেতা-কর্মীরা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে বিএনপির রাজনীতি শুধু তাদের নেত্রীর স্বাস্থ্য নিয়েই আবর্তিত মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'আমরাও মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি, বেগম খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হোন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শারীরিক অবস্থা ও মানবিক বিবেচনায় আদালতে তার জামিন না হওয়া সংবিধানে প্রদত্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে তাকে মুক্তি দিয়ে সেটি দুই দফা বর্ধিত করেছেন, তার সুবিধা অনুযায়ী তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। কিন্তু বিএনপি নেতাদের কথাবার্তায় মনে হয়, দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নাই, তাদের মাথাব্যথা শুধু বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে। একটি রাজনৈতিক দলের রাজনীতি যদি শুধু তাদের নেত্রীর স্বাস্থ্য নিয়েই আবর্তিত হয়, তাহলে সেটি জনগণের রাজনৈতিক দল নয়' বলেন তথ্যমন্ত্রী।

ড. হাছান বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব গতকাল (বুধবার) অনলাইনে উঁকি দিয়ে টিভির পর্দায় যেভাবে করোনা নিয়ে কথা বললেন, তাতে মনে হলো, তিনি করোনা বিশেষজ্ঞ। তিনি ঢাকা কলেজে পড়াতেন জানতাম। কিন্তু তিনি মনে হচ্ছে ১৪ মাসের মধ্যে এফআরসিএস পাশ করে ফেলেছেন, করোনা মহামারিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন, সেটি আমরা বুঝতে পারিনি।'

'মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন, সরকার নাকি বাংলাদেশে করোনার শুরুতে বুঝতে পারেনি, অথচ বাংলাদেশে করোনা মহামারির শুরু থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে মহামারির গত ১৪ মাসে কেউ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে করোনা মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষ ও করোনাপীড়িত গতবছরে ধ্বনাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী বিশ্বের মাত্র ২০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানের অধিকারী' জানান ড. হাছান।

তবুও দুর্মুখদের মুখ থেমে নেই উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা টিভির পর্দায় আর অনলাইনে উঁকি দিয়ে প্রতিদিন সরকারের সমালোচনাই করছে।'

ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের দারুস সালাম থানার সভাপতি এ বি এম মাজহারুল আনামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দলের মহানগর উত্তরের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি। দলের দারুস সালাম থানা শাখার নেতা মো: গিয়াসউদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রায় এক হাজার করোনাপীড়িত পরিবারের হাতে খাদ্য ও বস্ত্রের প্যাকেট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৮

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল**

**--- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ১৯৭৫ সালে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তা স্তিমিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হয়েও আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ‘রোল মডেল’ হিসেবে গণ্য।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত Bangladesh towards Cyclone Resilience through the legacy of Bangabandhu and Sheikh Hasina’ শীর্ষক সেমিনারে ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭০ সালে এই ভূখণ্ডে আঘাত হানে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এই দুর্যোগের ব্যাপারে আগাম কোনো সতর্কতাই দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।  আর এই ঝড় চলে যাওয়ার পর ত্রাণ ও উদ্ধার কাজেও সেভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী । এই ঘূর্ণিঝড়ে শোষক পাকিস্তানীদের তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি চরম অবহেলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে ১০ লাখের অধিক মানুষ প্রাণ হারায়। সেটি ছিল স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় ১৯৭০ সালের নির্বাচনি কর্মকাণ্ড ছেড়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এবি তাজুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর উপকূলীয় অধিবাসীদের জান-মাল ও সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) পরিপূর্ণভাবে যাত্রা শুরু করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম এবং অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম এবং অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

#

সেলিম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৭

**খুলনা বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজ খুলনা বিভাগের খুলনা,  যশোর, মাগুরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা ও নড়াইল জেলায় করোনায় কর্মহীন মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায়  খুলনা জেলায় আজ ১ হাজার ৩ শত জন কর্মহীন শ্রমিককে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন।  এসময় প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি পোলাও চাল, ১লিটার তেল,  ১ কেজি চিনি,  ১ কেজি লবণ, ২৫০ গ্রাম দুধ ও ১ প্যাকেট সেমাই প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলায় ২শত ৫৫টি পরিবারের মাঝে ২ লাখ ৫০ হাজার ৭ শত ৫০ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এ জেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায়  মোট ২ হাজার ২ শত ১৭ টি পরিবারের মধ্যে ১৫ লক্ষ ৬ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

নড়াইল জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১ শত ১০ জন শ্রমিকের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিলো চাল, আলু, ডাল ও তেল। এছাড়া ৩৩৩ কল এর মাধ্যমে ২৭ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মাগুরা জেলা প্রশাসনের নিজস্ব বরাদ্দ হতে ২১ জন দুস্থ রিক্সা চালকের প্রত্যেককে পাঁচশত টাকার খাদ্যসামগ্রী  এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর হতে ১৫ টি পরিবারের মধ্যে সাত কেজি চাল ও এক কেজি করে ডাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া মাগুরা পৌরসভায় ৪শত ৫০ টি পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

যশোর জেলায় এ পর্যন্ত করোনা কালীন অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৩৬ হাজার ২ শত ১৩টি পরিবারের মাঝে এক কোটি ৮১ লাখ ৬ হাজার পাঁচশত টাকার নগদ অর্থ এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায়  ১ লাখ ৮৬ হাজার ৭ শত ৮০ টি পরিবারের মাঝে ৮ কোটি ৪০ লাখ ৯১ হাজার টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩ কল এর মাধ্যমে এক হাজার চারশত ২০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ৯ হাজার পাঁচশত পরিবারের মাঝে ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৪০ হাজার ৭শত ৫১টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৮৩ লাখ ৩৭ হাজার ৯ শত ৫০ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩ কল এর মাধ্যমে ২৫টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

এছাড়া, মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২ হাজার অসহায়  পরিবারের মাঝে ৯ লাখ টাকার নগদ অর্থ  বিতরণ করা হয়েছে।

খুলনা বিভাগের অন্যান্য জেলাতে অনুরূপ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২১ হাজার ৫৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৮২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৬৯ হাজার ১৬০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৭৯৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ২ হাজার ১৬৩ জন।

#

দলিল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৫

**জনগণের দুর্দশা লাঘবে কাজ করছেন মানবতার মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

**-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। চলমান মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মাঝে নগদ অর্থ, শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন সরকার। প্রধানমন্ত্রী সাধারণের কথা ভাবেন বিধায় অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো আছে। জনগণের দুর্দশা লাঘবে কাজ করছেন মানবতার মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বরিশাল নগরীর শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে নিম্ন আয়ের দরিদ্র, ভাসমান এবং অস্বচ্ছল দেড় হাজার মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা সামগ্রী বিতরণ আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘করোনার সংক্রমণ শুরু হওয়ার প্রথম দিক থেকেই আমি নিজে ত্রাণ, খাদ্য সহায়তা, সচেতনতামূলক লিফলেট দেয়া শুরু করেছিলাম। আজ যে জায়গাতে করোনা ইউনিটটি চালু করা হয়েছিলো সেটিও জেলা প্রশাসনকে নিয়ে আমরা নির্ধারণ করেছিলাম। এরপর ধীরে ধীরে অনেক কিছু সংযোজন হয়েছে। বরিশালের ভালোর জন্য আমরা সকলে মিলে কাজ করছি। নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেরা সুরক্ষিত করে আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করুন।’

বরিশালের জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, বরিশাল মেট্রোপলিটনের পুলিশ কমিশনার মোঃ শাহাবুদ্দিন খান বিপিএম (বার), বরিশাল জেলা পুলিশ সুপার মোঃ মারুফ হোসেন পিপিএম, বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মোঃ ইউনুস, বরিশাল মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব মাহমুদুল হক খান মামুন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রাজিব আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) প্রশান্ত কুমার দাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গৌতম বাড়ৈ প্রমুখ।

#

আসিফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৪

**সরকারিভাবে অন্তত ৯০০ টন অক্সিজেন মজুত আছে  
 --স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশে বর্তমানে সাধারণ ও কোভিড রোগী মিলে ৭০-৮০ টন অক্সিজেন প্রয়োজন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর পিক-এর সময় সর্বোচ্চ অক্সিজেন চাহিদা ছিল ২১০ টন পর্যন্ত। এই মুহুর্তে দেশে দৈনিক অক্সিজেন উৎপাদনে সক্ষমতা রয়েছে ২২০ থেকে ২৩০ টন। এই মুহুর্তে দেশে প্রায় ৯০০ টন অক্সিজেন মজুত রাখা হয়েছে। এর সাথে দেশের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে আরো ৪৫০ টন অক্সিজেন মজুত রয়েছে। আগামী মাসে একটি বেসরকারি সংস্থা ৪০ টন অক্সিজেন সরবরাহ করবে। জুলাই মাসে অন্য একটি বেসরকারি সংস্থা আরো ৪০ টন অক্সিজেন সরবরাহ করবে।

মন্ত্রী আজ অন-লাইন জুম অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত “কোভিড-এর ২য় ঢেউ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি প্রস্ততি ও জরুরি অক্সিজেন ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বর্তমানে দেশের হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেন ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, “করোনা চিকিৎসায় রোগীর খারাপ অবস্থা হলে তখন অক্সিজেন মূল ভূমিকা পালন করে। একারণে অতি দ্রুত দেশের সরকারি ১৩০টি হাসপাতালে এখন সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ১৩০টি হাসপাতালের মাধ্যমে এখন প্রায় ১৬ হাজার শয্যায় অক্সিজেন বেড কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের ১০০টি আইসিইউ বেডে মানুষ এখন কোভিড চিকিৎসা নিচ্ছে। খুব শীঘ্রই সেখানে আরো ১০০টি আইসিইউ বেড স্থাপন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলো দেশে কোভিড চিকিৎসায় বিরাট অবদান রাখবে।”

ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, “ভারতের সেরাম কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের ৩ কোটি ডোজ ভ্যাকসিনের চুক্তি থাকলেও সে দেশের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার কারণে চুক্তি অনুযায়ী সব ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, ভ্যাকসিন নিতে রাশিয়ার সাথে সরকারের কথা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। রাশিয়ার সাথে শীঘ্রই চুক্তি হবে। পাশাপাশি, চীন ১২ মে’র মধ্যে ৫ লাখ ভ্যাকসিন দিচ্ছে। দ্রুতই চীনের ভ্যাকসিন নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত চলে আসবে। একই সাথে, অ্যাস্ট্রেজেনেকার ভ্যাকসিন ভারত ছাড়া বিশ্বের অন্য যে দেশগুলো উৎপাদন করছে, সেই দেশগুলোর সাথেও যোগাযোগ হচ্ছে। সব মিলিয়ে আশা করা যায়, খুব দ্রুতই ভ্যাকসিন সংকট কেটে যাবে।”

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি মুবিন খানের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মহাসচিব আনোয়ার হোসেন খান এমপি, স্বাচিপ-এর মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম এ আজিজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. টিপু মিয়াসহ দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য হাসপাতাল প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

মাইদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৩

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানেই বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে**

**-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ও ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করেছেন। যে কারণে বাংলাদেশ এখন মর্যাদার আসনে অবস্থান করছে। আজকে যেভাবে একজন প্রধানমন্ত্রী দুস্থ মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছেন তা ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশে আর দেখা যায়নি।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া  উপজেলা পরিষদ মাঠে প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।  
  
 এরপর  আখাউড়ার এক হাজার মানুষের প্রত্যেকের মাঝে ১০ কেজি,  এক কেজি সয়াবিন তেল, এক কেজি পিঁয়াজ, আধা কেজি মসুর ডাল ও এক প্যাকেট সেমাই বিতরণ করা হয়।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে এই রোজায় কেউ যেন কষ্ট না পান সে কারণে প্রধানমন্ত্রী উপহার পাঠিয়েছেন। আপনারা আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করবেন তিনি যেন আমাদেরকে এ মহামারি থেকে রক্ষা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন, আখাউড়া পৌরসভার মেয়র মো. তাকজিল খলিফা কাজল, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কাসেম ভূইয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ নূর-এ আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মো. জয়নাল আবেদীন, আখাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মিজানুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রমুখ।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪২

**খাদ্যশস্য ক্রয়ে গতি বাড়ানোর তাগিদ খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

সরকারি গুদামের মজুত বাড়াতে খাদ্যশস্য ক্রয়ে গতি ত্বরান্বিত করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ মন্ত্রীর মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবন থেকে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সাথে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ সংক্রান্ত অনলাইন মতবিনিময় সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। সভায় সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে এবার কৃষক বোরোতে ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে। এই বাজার দর ধরে রাখতে সরকারি সংগ্রহের গতি বাড়াতে হবে। এছাড়া বিনির্দেশ মোতাবেক খাদ্যশস্যের মান যাচাই করে সংগ্রহ করতে হবে। ধান-চাল কেনায় কেউ অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেয়ারও হুশিয়ারী দেন মন্ত্রী।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন; এই করোনাকালীন সময়ে মানুষকে সেবা করার উপযুক্ত সময়। তিনি বলেন, আপনারা সরকারের তালিকাভুক্ত; সবসময় সরকার আপনাদের নিকট হতে চাল ক্রয় করে এবং এবারও আপনারা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চালকল মালিকদের চুক্তি মোতাবেক সঠিক সময়ে চাল দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

চাল সরবরাহের সময় বস্তার গায়ে খাদ্যগুদামের নাম, তারিখ এবং কোন খাতে (খাদ্য বান্ধব, ওএমএস, টিআর, কাবিখা) এটা স্পষ্ট স্টেনসিলের মাধ্যমে অমোচনীয় কালি দারা লিখতে হবে। করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য অধিদপ্তর এবং এর মাঠ পর্যায়ের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ওসিএলএসডি-সহ সকল কর্মচারীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন- এ জন্য মন্ত্রী তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ধান চাল সংগ্রহের সময় কোনো কৃষকের সঙ্গে অসদাচারণ করবেন না; দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হবেন না।

ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলার করোনা মোকাবিলা পরিস্থিতি, চলতি বোরো ধান কাটা-মাড়াই, সরকারিভাবে ধান চাল সংগ্রহসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, এবারের প্রকিউরমেন্ট যেন কৃষকবান্ধব প্রকিউরমেন্ট হয়। চালের মান নিয়ে কোনো আপোস নেই। তিনি বলেন, কোনো কৃষক যেন তার স্লিপ মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াদের নিকট বিক্রি না করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মিল মালিক প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

#

মেহেদী/পাশা/রফিকুল/রেজাউর/২০২১/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪১

**জনসংখ্যা বাড়লেও খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশে ১৭ কোটি মানুষ রয়েছে; আর প্রতি বছর বাড়ছে ২২-২৩ লাখ করে। অন্যদিকে নানা কারণে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবও। এ অবস্থায় দেশের মানুষকে খাওয়ানো, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ফসলের অনেক নতুন জাত ও চাষাবাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।  ফলে, ক্রমশ জনসংখ্যা বাড়লেও খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলায় 'ব্রি-৮১ জাতের ধান কর্তন ও কৃষক সমাবেশ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, 'আজকে বরেন্দ্র অঞ্চলের রহনপুর এই মাঠে ব্রি ৮১ জাতের ধান কাটা হচ্ছে। এর ফলন অনেক ভাল। বিঘা প্রতি ৩১ মণ, প্রতি শতকে প্রায় ১ মণ। এটি জনপ্রিয় ব্রি ২৮ ও ব্রি ২৯  জাতের মত। ব্রি ২৮ ও ২৯ দীর্ঘদিন ধরে চাষ হচ্ছে কিন্তু উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। সেজন্য এই  নতুন ব্রি ৮১ জাতটি কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চাষিরাও এটি চাষে ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অচিরেই ব্রি ধান ৮১ জনপ্রিয়তায় ব্রি ধান ২৮ এর মতো হবে। এ উচ্চফলনশীল জাতটি চাষের মাধ্যমে  ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় এটি আশানুরূপ ভূমিকা রাখবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো: মঞ্জুরুল হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর। অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক ডিজি হামিদুর রহমান, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, বারির মহাপরিচালক ড. নাজিরুল ইসলাম,   পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকিব, কৃষিবিদ বদিউজ্জামান বাদশা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপপরিচালক মো: নজরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪০

**মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে নয়**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাস্ক হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম বা উপকরণ যেটি করোনার সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাস   
করতে পারে।

কোনো জরুরি কাজে কেউ ঘরের বাইরে গেলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য সরকারের নির্দেশনা সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে। মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে :

* কয়েকস্তর বিশিষ্ট সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো, যা এককালীন ব্যবহার করতে হবে।
* অনেকে মাস্ক পরার সময় নাক খোলা রেখে শুধু মুখ ঢেকে রাখে। যা সঠিক নয়। বরং ওপরের মেটাল অংশটাকে নাকের সঙ্গে চেপে ও নিচের অংশটাকে থুঁতনির নিচে নিয়ে উভয়ই ঢেকে রাখতে হবে। সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ঢেকে রেখে মাস্ক পরতে হবে।
* অনেকে মাস্ক থুঁতনি পর্যন্ত খুলে রেখে কথাবার্তা বলেন। এটাও ঠিক নয়। এতে লেগে থাকা জীবাণু সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।
* সার্জিক্যাল মাস্ক ঘরে রেখে দিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি মাস্ক সর্বোচ্চ একদিন ব্যবহার করে সেটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে।
* যেসব স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা মুশকিল, যেমন- গণপরিবহন ও বাজার বা দোকানপাট, সেসব জায়গায় মাস্ক পরতেই হবে। পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় ও হাত জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
* সাধারণ কাপড়ের মাস্ক ব্যবহারের পর অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। অপরিষ্কার মাস্ক পরলে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ব্যবহার করা মাস্ক জীবাণুমুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মাস্ক সাবান পানিতে ভিজিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।
* ভেজা মাস্ক পরিধান উচিত না। এতে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
* বাইরে গেলে দুটি মাস্ক ব্যাগে রাখা দরকার। মুখে বাঁধা মাস্ক কোনো কারণে নষ্ট হলে বা ভিজে গেলে অন্যটি ব্যবহার করতে হবে।

#

পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩৯

**খুলনায় ১৩শ নিম্ন আয়ের মানুষ পেলেন খাদ্যসহায়তা**

**-মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক**

খুলনা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

খুলনার খালিশপুর নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড চত্ত্বরে আজ ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দুইশত জন করোনায় কর্মহীন নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

    নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের উদ্যোগে বিতরণ করা ত্রাণসমগ্রীর মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাল, এক কেজি পোলাউর চাল, এক কেজি ডাল, এক লিটার সয়াবিন তেল, এক কেজি চিনি, সাবান দুইটি, সেমাই এক প্যাকেট, এক কেজি লবণ ও গুড়া দুধ ২৫০ গ্রাম।

প্রধান অতিথি সিটি মেয়র বলেন, করোনার শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন সাহায্য করছেন। করোনাভাইরাস সহনীয় পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে। করোনা পরিস্থিতি উত্তরণে সরকার সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। করোনা মহামারিতে বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিৎ। করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বের না হওয়ার জন্য সবাইকে আহবান জানান সিটি মেয়র।

    তিনি ৭, ৮, ১০, ১১, ১২ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় এক হাজার একশত কর্মহীন নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের মাঝে এ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

পরে সিটি মেয়র নগর ভবন চত্ত্বরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ৯৩ জন শিশুর মাঝে শিশুখাদ্য বিতরণ করেন। শিশু খাদ্যের মধ্যে ছিলো মাথাপিছু ৩০টি ডিম, এক লিটার সয়াবিন তেল, চিনি ৫০০ গ্রাম ও সুজি ৫০০ গ্রাম।

#

সুলতান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৪৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩৮

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক মাসে ২০৪ কোটি টাকার পণ্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

করোনা পরিস্থিতিতে জনসাধারণের প্রাণিজ পুষ্টি নিশ্চিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চালু হওয়া ন্যায্যমূল্যে মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গত ৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রমের মাধ্যমে গত এক মাসে ২০৪ কোটি ৪৩ লাখ ৯০ হাজার টাকার মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের একটি এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অপর একটি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে। কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গতকাল পর্যন্ত এক মাসে দেশের ৬৪টি জেলায় ৫৩ লক্ষ ৫ হাজার ২১৬ লিটার দুধ, ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৮১ টি ডিম, ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৯১ কেজি গরুর মাংস, ৯৮ হাজার ৭২১ কেজি খাসির মাংস, ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯২ কেজি দেশি, সোনালি ও ব্রয়লার মুরগি এবং ৪ হাজার ১২৪ মে. টন মাছ এবং ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৫৫ টাকার বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। গত এক মাসে সারাদেশে ১৭ হাজার ৯৫৪ টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রে এলাকাভেদে প্রতি লিটার দুধ ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ টাকায়, প্রতিটি ডিম ৬ টাকায়, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৫০০ টাকায়, প্রতি কেজি খাসির মাংস ৭০০ টাকায়, প্রতি কেজি সোনালি মুরগি ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ২২০ টাকায় এবং প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১১৯ থেকে সর্বোচ্চ ১৩০ টাকায় বিক্রয় হয়েছে। এছাড়াও ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি গত এক মাসে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের মাছ অনলাইনে বিক্রয় হয়েছে। এতে একদিকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের প্রান্তিক খামারিরা যেমন ন্যায্যমূল্যে উৎপাদিত পণ্য সহজে বিপণন করেছেন, অন্যদিকে ভোক্তারা করোনা পরিস্থিতিতে চলমান বিধি-নিষেধের মধ্যেও চাহিদা অনুযায়ী মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও দুগ্ধজাত পণ্য সহজে ক্রয় করে তাদের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়ের এ কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ।

 #

ইফতেখার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২১/১৪৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩৭

**প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেলেন ২০০ জন প্রতিবন্ধী**

রাজশাহী, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

করোনা ভাইরাসের বিস্তার ও প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ জন অসহায় প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থদের মাঝে উপহার প্রদান করা হয়েছে। আজ সকালে রাজশাহী রিভার ভিউ কালেক্টরেট মাঠে জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ উপহার তুলে দেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, আপনারা হতাশ হবেন না সরকার সব সময় জনগণের পাশে আছে। প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

ত্রাণ বিতরণকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কল্যাণ চন্দ্রসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ ধরনের উপহার পেয়ে তারা এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

 #

তৌহিদুজ্জামান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৪১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩৬

**বাংলাদেশ থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষি শ্রমিক নিতে গ্রিসের আগ্রহ প্রকাশ**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

গ্রিসের অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী নোটিস মিতারাকি -এর সাথে রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মেদের সাক্ষাতকালে অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী মিতারাকি তার দেশের বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসনকে উৎসাহিতকরণে নীতিগত অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষি শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গতকাল গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মেদ গ্রিসের অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী নোটিস মিতারাকি -এর সাথে এথেন্সে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তারা অভিবাসন এবং গ্রিসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এ সময় গ্রিসের কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাষ্ট্রদূত অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। তিনি বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকদেরকে রেসিডেন্স পারমিট প্রদান করে অথবা কৃষি শ্রমিক হিসেবে নিবন্ধিত করার মাধ্যমে নিয়মিত করার প্রস্তাব দেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, আইনগতভাবে নিয়মিত হলে এই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কৃষিশ্রমিক যারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রিসের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে তারা স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আবাসন ও আইনগত সুবিধাসহ বৈধ নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী জানান, এই বছর গ্রিক সরকার ১৫ হাজার -এর বেশি অনিয়মিতভাবে বসবাসকারী কৃষি শ্রমিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করবে।  তবে এ সময় তিনি অনিয়মিতভাবে আসা অভিবাসীদের সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিজ নিজ দেশে সসম্মানে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে গ্রিক সরকারের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি বিপদসংকুল পথে অনিয়মিত অভিবাসন এবং মানব পাচারের মতো অপরাধ প্রতিহত করার লক্ষ্যেই গ্রিক সরকারের এই শক্ত অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরেন। বাংলাদেশ হতে কৃষি শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে একটি আইনগত কাঠামো বা চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মেদের প্রস্তাব -এর প্রেক্ষিতে অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী তাঁর সরকারের এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণে আন্তরিকতা এবং আগ্রহের বিষয়টি ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি জানান, গ্রিস বৈধভাবে কৃষি শ্রমিকদের নিয়োগে সহায়তা করতে প্রস্তুত; এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকদের দুই বছর মেয়াদী কৃষি ভিসা প্রদান করার যৌক্তিক হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবসরকালীন পেনশনের বিষয়টিও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পন্ন করবেন বলে তিনি রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেন। উল্লেখ্য গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে অবসর কাল যাপনের ক্ষেত্রে পেনশন প্রদানের বিষয়টি গ্রিস এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আলোচনাধীন রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত করোনা মহামারি কালীন সময়ে বাংলাদেশে আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের গ্রিসে ফিরে আসতে সহায়তা করার জন্য এবং পর্যায়ক্রমে প্রবাসীদের রেসিডেন্স এবং ওয়ার্ক পারমিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের ব্যবস্থা করার জন্য অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সাক্ষাতকালে তারা প্রবাসীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, কৃষি শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন ব্যবস্থা এবং যৌথভাবে গ্রিসের স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন বিষয়েও আলোচনা করেন।

 #

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২১/১১.৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩৫

**দিলদার হোসেন সেলিমের এর মৃত্যুতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ বৈশাখ (৬ মে) :

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য দিলদার হোসেন সেলিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আজ এক শোকবার্তায় বলেন, দিলদার হোসেন সেলিম একজন গুণী রাজনীতিক ও ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচন গুলোতে আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও আমাদের মাঝে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আজ তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। তিনি আরো বলেন, একজন রাজনীতিবিদ ও সংগঠক হিসেবে তিনি সিলেটবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, দিলদার হোসেন সেলিম দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। মন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

রাশেদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২১/১১২৫ ঘণ্টা